আল-কুরআন ও তার সুমহান মর্যাদা

[বাংলা – Bengali – بنغالي]

মূল

শাইখ আব্দুল আযীয ইবন আবদুল্লাহ আলে শাইখ

গ্র্যান্ড মুফতি ও সর্বোচ্চ উলামা পরিষদ,

ইলমী গবেষণা ও ফতোয়া বিভাগের প্রধান, সৌদি আরব

অনুবাদ : আব্দুল্লাহ আল মামুন

সম্পাদনা : আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

2014 - 1435

IslamHouse.com

كتاب الله عز وجل ومكانته العظيمة

« باللغة البنغالية »

سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ترجمة: عبد الله المأمون

مراجعة: د/ أبو بكر محمد زكريا

1435 - 2014

IslamHouse.com

আল-কুরআন ও এর সুমহান মর্যাদা
সব প্রশংসা আল্লাহর, যিনি তাঁর বান্দার উপর কিতাব নাযিল করেছেন এবং তাতে কোনো বক্রতা রাখেন নি। সরলরূপে; যাতে সে তাঁর পক্ষ থেকে কঠিন আযাব সম্পর্কে সতর্ক করে এবং সুসংবাদ দেয় সেসব মুমিনকে, যারা সৎকর্ম করে। নিশ্চয় তাদের জন্য রয়েছে উত্তম প্রতিদান, তারা তাতে অনন্তকাল অবস্থান করবে। আর যেন সতর্ক করে তাদেরকে যারা বলে, আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন। আবারও প্রশংসা করছি সেই মহান আল্লাহর, যিনি তাঁর বান্দার উপর সত্য মিথ্যার পার্থক্যকারী মহাগ্রন্থ আল কুরআন নাযিল করেছেন, যা সৃষ্টিকুলের জন্য ভয় প্রদর্শনকারী। দরূদ ও সালাম আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর যিনি হিদায়েত ও রহমত নিয়ে প্রেরিত হয়েছেন। তিনি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী, আল্লাহর নির্দেশানুযায়ী তিনি তাঁর পথে আহ্বানকারী এবং আলোকোজ্জ্বল প্রদীপ, আল্লাহ তা‘আলা তার উপর ও তার পরিবার পরিজন, সাহাবায়ে কিরাম ও কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণকারী সকলের উপর সালাত প্রেরণ করুন।
আল্লাহ তা‘আলা তাঁর সৃষ্টিকূলের উপর বিশেষ করে মু’মিনের উপর অনুগ্রহ দান করেছেন যে,

[illegible]

﴿ لَقَدۡ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ إِذۡ بَعَثَ فِيهِمۡ رَسُولٗا مِّنۡ أَنفُسِهِمۡ يَتۡلُواْ عَلَيۡهِمۡ ءَايَٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمۡ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡحِكۡمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبۡلُ لَفِي ضَلَٰلٖ مُّبِينٍ ١٦٤ ﴾ [ال عمران: ١٦٤]

“[illegible]” [[illegible]-[illegible]: [illegible]]

[illegible]:

عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ الْمُجَاشِعِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ فِي خُطْبَتِهِ: «أَلَا إِنَّ رَبِّي أَمَرَنِي أَنْ أُعَلِّمَكُمْ مَا جَهِلْتُمْ، مِمَّا عَلَّمَنِي يَوْمِي هَذَا، كُلُّ مَالٍ نَحَلْتُهُ عَبْدًا حَلَالٌ، وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ، وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ، وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا، وَإِنَّ اللهَ نَظَرَ إِلَى أَهْلِ الْأَرْض، فَمَقَتَهُمْ عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ، إِلَّا بَقَايَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَقَالَ: إِنَّمَا بَعَثْتُكَ لِأَبْتَلِيَكَ وَأَبْتَلِيَ بِكَ، وَأَنْزَلْتُ عَلَيْكَ كِتَابًا لَا يَغْسِلُهُ الْمَاءُ، تَقْرَؤُهُ نَائِمًا وَيَقْظَانَ...... »

সহীহ মুসলিমে ‘ইয়াদ ইবন হিমার আল-মুজাশি‘য়ী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর খুতবায় বলেছেন, জেনে রাখো, আমার রব আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, তোমরা যা কিছু জানো না তা যেন তোমাদেরকে শিখিয়ে দেই, যে ইলম আল্লাহ তা‘আলা আমাকে আজ পর্যন্ত জানিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, যেসব সম্পদ আমি আমার বান্দাহকে দান করেছি তা হালাল এবং নিশ্চয়ই আমি আমার সকল বান্দাহকে জন্মগতভাবেই নিষ্কলুষ তথা সরল সঠিক পথের অনুসারী করে সৃষ্টি করেছি। এরপরে শয়তান তাদের নিকট এসে তাদেরকে বিভ্রান্ত করে সঠিক পথ থেকে সরিয়ে দিয়েছে এবং আমি যা তাদের জন্য হালাল করেছি শয়তান তা তাদের উপর হারাম করে দিয়েছে। তদুপরি শয়তান আমার সাথে এমন কিছুকে শরীক করতে আদেশ দেয় যে সম্পর্কে আমি কোনো দলিল প্রমাণ অবতীর্ণ করি নি। আর আল্লাহ তা‘আলা জমিনের অধিবাসীদের প্রতি দৃষ্টিপাত করে আরব অনারব সবার প্রতি (তাদের কার্যকলাপের কারণে) ক্রোধান্বিত হলেন। কেবল আহলে কিতাবের কিছু সংখ্যক লোক যারা সঠিক পথকে ধরে রেখেছে (তারা স্রষ্টার রোষ থেকে রক্ষা পেলো)। আর আল্লাহ তা‘আলা বলেন, নিশ্চয় আমি আপনাকে পরীক্ষা করা ও আপনার দ্বারা সৃষ্টিকুলকে পরীক্ষা করা এ দু’উদ্দেশ্যে আপনাকে জগতে প্রেরণ করেছি। এবং আমি আপনার উপর এমন কিতাব নাযিল করেছি যা পানি ধুয়ে

মুছে ফেলতে পারে না। তা আপনি শয়নে জাগরণে সর্বাবস্থায় তিলাওয়াত করতে পারেন[1]।

এ কিতাব পূর্ববর্তী সব কিতাবের রক্ষাকারী। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَأَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ مُصَدِّقٗا لِّمَا بَيۡنَ يَدَيۡهِ مِنَ ٱلۡكِتَٰبِ وَمُهَيۡمِنًا عَلَيۡهِۖ ٤٨ ﴾ [المائدة: ٤٨]

"আর আমি তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি যথাযথভাবে, এর পূর্বের কিতাবের সত্যায়নকারী ও এর উপর তদারককারীরূপে।" [সূরা আল-মায়েদা : ৪৮]

অর্থাৎ এটি পূর্ববর্তী সব কিতাব থেকে সুউঁচু ও মর্যাদাবান। অন্যান্য কিতাবের রক্ষাকারী, ফয়সালাকারী, সাক্ষ্যদানকারী ও মূল্যায়ণকারী।

ইবন জারীর রহ. বলেন, আল কুরআন পূর্ববর্তী সব কিতাবের আমানতদার ও নিরাপত্তাদাতা। সুতরাং যা কিছু কুরআনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে তা সঠিক, আর যা কুরআনের সাথে বিরোধপূর্ণ হবে তা বাতিল।

সব মুসলিমের অন্তরে আল কুরআনের রয়েছে বিশেষ মর্যাদা। এটি নিজেই মহিমান্বিত, সম্মানিত, মর্যাদাবান ও শক্তিশালী।

আমরা এ পুস্তিকাতে ইশারা ইঙ্গিতে সংক্ষেপে এ বিষয়ে আলোকপাত করব। আশা করি আল্লাহ তা'আলা এর দ্বারা আমাদেরকে উপকৃত করবেন, সম্মানিত পাঠক পাঠিকাগণ ও যার কাছে এ বাণী পৌঁছবে সকলেই উপকৃত হবেন। নিশ্চয়

---

[1] মুসলিম, হাদীস নং ২৮৬৫।

[illegible] [illegible]‘[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]‘[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]:
القـــرآن ([illegible] [illegible]) [illegible] قـــرأ [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]:

﴿ إِنَّ عَلَيۡنَا جَمۡعَهُۥ وَقُرۡءَانَهُۥ ١٧ فَإِذَا قَرَأۡنَٰهُ فَٱتَّبِعۡ
قُرۡءَانَهُۥ ١٨ ثُمَّ إِنَّ عَلَيۡنَا بَيَانَهُۥ ١٩ ﴾ [القيامة: ١٧،
١٩]

“[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]”[illegible] [[illegible] [illegible]-[illegible]: [illegible]-[illegible]]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]‘[illegible] [illegible] [illegible]:

﴿ فَإِذَا قَرَأۡتَ ٱلۡقُرۡءَانَ فَٱسۡتَعِذۡ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيۡطَٰنِ
ٱلرَّجِيمِ ٩٨ ﴾ [النحل: ٩٨]

“[illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]” [[illegible] [illegible]-[illegible]: [illegible]]

[illegible]-[illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]‘[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]‘[illegible] [illegible],

﴿ تَنزِيلُ ٱلۡكِتَٰبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلۡعَزِيزِ ٱلۡحَكِيمِ ١ ﴾
[الزمر: ١]

“[illegible]” [[illegible]: [illegible]]

﴿ قُل نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ ﴾ ١٠٢ [النحل: ١٠٢]

“[illegible]” [[illegible]: [illegible]]

﴿ حمٓ ١ تَنزِيلُ الْكِتَٰبِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ٢ ﴾ [غافر: ١، ٢]

“[illegible]” [[illegible]: [illegible]]

﴿ تَنزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ٢ ﴾ [فصلت: ٢]

“[illegible]” [[illegible]: [illegible]]

﴿ وَقُرْءَانًا فَرَقْنَٰهُ لِتَقْرَأَهُۥ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ وَنَزَّلْنَٰهُ تَنزِيلًا ١٠٦ ﴾ [الاسراء: ١٠٦]

“[illegible]” [[illegible]: [illegible]]

[illegible]

[illegible]

প্রমাণিত হয়। কুরআনের নামসমূহের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে : আল কুরআন, আল-ফুরকান, আল-কিতাব, আল-হুদা (হিদায়েতের পথ প্রদর্শনকারী), নূর (আলো), শিফা (আরোগ্যকারী), বায়ান (বর্ণনাকারী) মাও'য়েযা (সুপদেশ), রহমত, বাসায়ের (অন্তর্দৃষ্টি দানকারী), বালাগ (প্রজ্ঞাপন), আরবী, মুবীন (স্পষ্টকারী), কারীম (অতি সম্মানিত), আযীম (মহান), মাজীদ (সম্মানিত), মুবারক (বরকতময়), তানযীল (অবতীর্ণ), সিরাতুম-মুসতাকিম (সরল সঠিক পথ), যিকরুল হাকীম (প্রজ্ঞাময় বাণী), হাবলুল্লাহ (আল্লাহর রশি), যিকরা (উপদেশ), তাযকিরা (স্মরণিকা), বুশরা (সুসংবাদ), পূর্ববর্তী কিতাবের সত্যায়নকারী, পূর্ববর্তী কিতাবের রক্ষাকারী, মাসানী, সব বিষয়ের ব্যাখ্যাকারী, সব বিষয়ের বর্ণনাকারী, সন্দেহাতীত ও বক্রহীন কিতাব ইত্যাদি নামে পরিচিত। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿ قُرۡءَانًا عَرَبِيًّا غَيۡرَ ذِي عِوَجٖ لَّعَلَّهُمۡ يَتَّقُونَ ٢٨ ﴾ [الزمر: ٢٨]

"আরবী ভাষায় এ কুরআন বক্রতামুক্ত, যাতে তারা সাবধান হয়ে চলে।" [সূরা যুমার :২৮]

﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلۡفُرۡقَانَ عَلَىٰ عَبۡدِهِۦ ﴾ [الفرقان: ١]

"পরম কল্যাণময় তিনি, যিনি তাঁর বান্দার প্রতি ফয়সালার গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন।" [সূরা আল-ফুরকান : ১]

﴿ الٓمٓ ١ ذَٰلِكَ ٱلۡكِتَٰبُ لَا رَيۡبَۛ فِيهِۛ هُدٗى لِّلۡمُتَّقِينَ ٢ ﴾ [البقرة: ١، ٢]

[illegible]

﴿ قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُۥ نَزَّلَهُۥ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [البقرة: ٩٧]

[illegible]

﴿ ذَٰلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْءَايَٰتِ وَٱلذِّكْرِ ٱلْحَكِيمِ ٥٨ ﴾ [آل عمران: ٥٨]

[illegible]

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُم بُرْهَٰنٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا ١٧٤ ﴾ [النساء: ١٧٤]

[illegible]

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ٥٧ ﴾ [يونس: ٥٧]

[illegible]

[illegible]” [illegible]

﴿إِنَّ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ
ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّٰلِحَٰتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ٩﴾
[الاسراء: ٩]

“[illegible]” [illegible]

[illegible]

﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِيٓ أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ ٱلْكِتَٰبَ وَلَمْ يَجْعَل
لَّهُۥ عِوَجَا ١ قَيِّمًا لِّيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ
ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّٰلِحَٰتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ٢
﴾ [الكهف: ١، ٢]

“[illegible]” [illegible]

﴿ بَلْ هُوَ قُرْءَانٌ مَّجِيدٌ ٢١ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ ٢٢ ﴾
[البروج: ٢١، ٢٢]

“[illegible]” [illegible]

﴿ إِنَّهُۥ لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ ٧٧ فِي كِتَٰبٍ مَّكْنُونٍ ٧٨ لَّا
يَمَسُّهُۥٓ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ ٧٩ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ
٨٠ ﴾ [الواقعة: ٧٧، ٨٠]

“[illegible]” [illegible]

[illegible]

﴿وَلَوۡ أَنَّمَا فِي ٱلۡأَرۡضِ مِن شَجَرَةٍ أَقۡلَٰمٞ وَٱلۡبَحۡرُ يَمُدُّهُۥ مِنۢ بَعۡدِهِۦ سَبۡعَةُ أَبۡحُرٖ مَّا نَفِدَتۡ كَلِمَٰتُ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٞ ٢٧﴾ [لقمان: ٢٧]

“[illegible]”। [illegible]

﴿إِنَّا نَحۡنُ نَزَّلۡنَا ٱلذِّكۡرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ ٩﴾ [الحجر: ٩]

“[illegible]”। [illegible]

[illegible]

বিস্তারিতভাবে এখানে আলোচনা করতাম। এ সম্মানিত কিতাবের সবচেয়ে বড় মহত্ব হলো এর সংরক্ষণের দায়িত্ব স্বয়ং মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নিজেই নিয়েছেন। কোনো সৃষ্ট জীবের কাছে এর হিফাযতের দায়িত্ব দেননি। আল্লাহ তা ‘আলা বলেন,

﴿ بَلۡ هُوَ قُرۡءَانٞ مَّجِيدٞ ٢١ فِي لَوۡحٖ مَّحۡفُوظِۭ ٢٢ ﴾ [البروج: ٢١، ٢٢]

“বরং এটা মহান কুরআন, লওহে মাহফুযে লিপিবদ্ধ”। [সূরা বুরুজ, আয়াত ২১-২২]

ইবনুল কাইয়্যেম (রহ.) বলেছেন: আল্লাহ তা ‘আলা নিম্নোক্ত আয়াতে

﴿ بَلۡ هُوَ قُرۡءَانٞ مَّجِيدٞ ٢١ فِي لَوۡحٖ مَّحۡفُوظِۭ ٢٢ ﴾ [البروج: ٢١، ٢٢]

“আমি স্বয়ং এ উপদেশ গ্রন্থ অবতারণ করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষক।” [সূরা হিজর, আয়াত ৯] কুরআনের সংরক্ষণ ও সূরায়ে বুরুজে সংরক্ষণের জায়গা সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ তা ‘আলা কুরআনকে কোনো ধরণের সংযোজন ও বিয়োজন থেকে মুক্ত রেখেছেন, এর অর্থ বিকৃতি, শব্দ পরিবর্তন ও সংরক্ষণ করেছেন। এর হরফসমূহ সব ধরণের বাড়ানো বা কমানো থেকে এবং অর্থসমূহ বিকৃতি ও পরিবর্তন থেকে হেফাযত করেছেন।

আল্লাহর কিতাব আল কুরআন সব ফিতনা ফাসাদ থেকে মুক্ত, তা মু’মিনের নিত্যসঙ্গী, অন্তরের আলো, হৃদয়ের বসন্ত, দুঃশ্চিন্তা দুর্ভাবনা দূরকারী। আল্লাহর কিতাব আমাদের পূর্ববর্তীদের ও পরবর্তীদের সংবাদদাতা,

[illegible]

﴿ إِنَّا سَمِعۡنَا قُرۡءَانًا عَجَبٗا ١ ﴾ [الجن: ١]

[illegible]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا قَدْ أُعْطِيَ مِنَ الْآيَاتِ مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ، وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا أَوْحَى اللهُ إِلَيَّ، فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

[illegible]

[illegible] (...), [illegible]”[2]

[illegible]:

[illegible],

﴿وَإِن كُنتُمۡ فِي رَيۡبٖ مِّمَّا نَزَّلۡنَا عَلَىٰ عَبۡدِنَا فَأۡتُواْ بِسُورَةٖ مِّن مِّثۡلِهِۦ وَٱدۡعُواْ شُهَدَآءَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ ٢٣﴾ [البقرة: ٢٣]

“[illegible]” [illegible]

[illegible]

﴿وَلَقَدۡ يَسَّرۡنَا ٱلۡقُرۡءَانَ لِلذِّكۡرِ فَهَلۡ مِن مُّدَّكِرٖ ١٧﴾ [القمر: ١٧]

“[illegible]?” [illegible]

[2] [illegible]

[illegible]

﴿ نَحۡنُ نَقُصُّ عَلَيۡكَ أَحۡسَنَ ٱلۡقَصَصِ بِمَآ أَوۡحَيۡنَآ
إِلَيۡكَ هَٰذَا ٱلۡقُرۡءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبۡلِهِۦ لَمِنَ ٱلۡغَٰفِلِينَ
٣ ﴾ [يوسف: ٣]

[illegible]

﴿ لَقَدۡ كَانَ فِي قَصَصِهِمۡ عِبۡرَةٞ لِّأُوْلِي ٱلۡأَلۡبَٰبِۗ مَا كَانَ
حَدِيثٗا يُفۡتَرَىٰ وَلَٰكِن تَصۡدِيقَ ٱلَّذِي بَيۡنَ يَدَيۡهِ وَتَفۡصِيلَ
كُلِّ شَيۡءٖ وَهُدٗى وَرَحۡمَةٗ لِّقَوۡمٖ يُؤۡمِنُونَ ١١١ ﴾
[يوسف: ١١١]

[illegible]

﴿ الٓرۚ كِتَٰبٌ أَنزَلۡنَٰهُ إِلَيۡكَ لِتُخۡرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَٰتِ
إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذۡنِ رَبِّهِمۡ إِلَىٰ صِرَٰطِ ٱلۡعَزِيزِ ٱلۡحَمِيدِ ١ ﴾
[ابراهيم: ١]

“□□□□-□□□-□□; □□□ □□□□ □□□□□□, □□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□, □□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□-□□□□□□□□□□, □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□” [□□□□ □□□□□□□: □]

﴿وَنَزَّلۡنَا عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ تِبۡيَٰنٗا لِّكُلِّ شَيۡءٖ وَهُدٗى وَرَحۡمَةٗ وَبُشۡرَىٰ لِلۡمُسۡلِمِينَ ٨٩﴾ [النحل: ٨٩]

“□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□, □□□□□□□, □□□□ □□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□” [□□□□ □□□□□, □□□□ □□]

﴿إِنَّآ أَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ فَٱعۡبُدِ ٱللَّهَ مُخۡلِصٗا لَّهُ ٱلدِّينَ ٢﴾ [الزمر: ٢]

“□□□□ □□□□□ □□□□□ □ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□, □□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□” [□□□□ □□□□□, □□□□ □]

﴿وَهَٰذَا كِتَٰبٌ أَنزَلۡنَٰهُ مُبَارَكٞ فَٱتَّبِعُوهُ وَٱتَّقُواْ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ ١٥٥﴾ [الانعام: ١٥٥]

“□□□ □□□ □□□□ □□□□□□, □□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□, □□□ □□□□□□□, □□□□, □□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□, □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□” [□□□□ □□‘□□, □□□□ □□□]

□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□ □ □□□□□□□□□□ □□□: □□□□□□ □□‘□□□ □□□□,

﴿الٓمٓ ١ ذَٰلِكَ ٱلۡكِتَٰبُ لَا رَيۡبَۛ فِيهِۛ هُدٗى لِّلۡمُتَّقِينَ ٢ ٱلَّذِينَ يُؤۡمِنُونَ بِٱلۡغَيۡبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقۡنَٰهُمۡ يُنفِقُونَ ٣﴾ [البقرة: ١، ٣]

“আলিফ লাম মীম। এ সেই কিতাব যাতে কোনোই সন্দেহ নেই। পথ প্রদর্শনকারী মুত্তাকীদের জন্য। যারা গায়েবের উপর ঈমান আনে, সালাত প্রতিষ্ঠা করে। আর আমরা তাদেরকে যে রিযিক দান করেছি তা থেকে ব্যয় করে।” [সূরা আল - বাক্বারাহ, আয়াত ১-৩]

মহাগ্রন্থ আল কুরআন নবীজির নবুওয়াত লাভের শুরু থেকে কিয়ামত পর্যন্ত একটি স্পষ্ট নিদর্শন ও অকাট্য প্রমাণ, আল্লাহ তা ‘আলা সকল অধিকতর শুদ্ধভাষীদেরকে চ্যালেঞ্জ করছেন (এর অনুরূপ কিছু বানাতে), বরং তিনি জীন ও ইনসান সকলকে চ্যালেঞ্জ করেছেন, কিন্তু সকলেই অক্ষম ও ব্যর্থ হয়েছে।

আল্লাহ তা ‘আলা বলেনঃ

﴿ قُل لَّئِنِ ٱجۡتَمَعَتِ ٱلۡإِنسُ وَٱلۡجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأۡتُواْ بِمِثۡلِ هَٰذَا ٱلۡقُرۡءَانِ لَا يَأۡتُونَ بِمِثۡلِهِۦ وَلَوۡ كَانَ بَعۡضُهُمۡ لِبَعۡضٖ ظَهِيرٗا ٨٨ ﴾ [الاسراء: ٨٨]

“বলুন, যদি মানব ও জ্বিন এই কুরআনের অনুরূপ রচনা করে আনয়নের জন্যে জড়ো হয় এবং তারা পরস্পরের সাহায্যকারী হয়; তবুও তারা কখনও এর অনুরূপ রচনা করে আনতে পারবে না।” [সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত ৮৮]

আল্লাহ তা ‘আলা এর দ্বারা আমাদের নবীজীকে অনুগ্রহ করেছেন। আল্লাহ তা ‘আলা বলেন,

﴿ وَلَقَدۡ ءَاتَيۡنَٰكَ سَبۡعٗا مِّنَ ٱلۡمَثَانِي وَٱلۡقُرۡءَانَ ٱلۡعَظِيمَ ٨٧ ﴾ [الحجر: ٨٧]

“আমি আপনাকে সাতটি বার বার পঠিতব্য আয়াত এবং মহান কুরআন দিয়েছি।” [সূরা হিজর, আয়াত ৮৭]

[illegible], [illegible]‘[illegible]

﴿ إِنَّ هَٰذَا ٱلۡقُرۡءَانَ يَهۡدِي لِلَّتِي هِيَ أَقۡوَمُ ٩ ﴾ [الإسراء: ٩]

“[illegible], [illegible]” [[illegible], [illegible]]

[illegible]‘[illegible]

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتۡلُونَ كِتَٰبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقۡنَٰهُمۡ سِرّٗا وَعَلَانِيَةٗ يَرۡجُونَ تِجَٰرَةٗ لَّن تَبُورَ ٢٩ لِيُوَفِّيَهُمۡ أُجُورَهُمۡ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضۡلِهِۦٓۚ إِنَّهُۥ غَفُورٞ شَكُورٞ ٣٠ ﴾ [فاطر: ٢٩، ٣٠]

“[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]” [[illegible], [illegible]-[illegible]]

وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ، وَآنَاءَ النَّهَارِ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا، فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ، وَآنَاءَ النَّهَارِ » رواه البخاري ومسلم.

[illegible] ‘[illegible], [illegible], “[illegible]’[illegible]

[illegible]”[3]

وعن ابن مسعود - رضي الله عنه- قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَالحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، لاَ أَقُولُ الْم حَرْفٌ، وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلاَمٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ»

[illegible]”[4]

[illegible],

عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْقُرْآنِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ»

[illegible]

---

3 [illegible]

4 [illegible]

[illegible]”[5]

عن أبي مسعود الأنصاري البدري -رضي الله عنه-، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ »

[illegible]-[illegible] ‘[illegible], [illegible], “[illegible] ([illegible])[illegible]”[6]

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: «كَانَ الْقُرَّاءُ أَصْحَابَ مَجْلِسِ عُمَرَ وَمُشَاوَرَتِهِ، كُهُولًا كَانُوا أَوْ شُبَّانًا»

[illegible] ‘[illegible], “[illegible] ([illegible]) [illegible], [illegible]”[7]

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ مِنْ إِجْلَالِ اللَّهِ إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ، وَحَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرِ الْغَالِي فِيهِ وَالْجَافِي عَنْهُ، وَإِكْرَامَ ذِي السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ»

[illegible]‘[illegible] ‘[illegible], [illegible], “[illegible], [illegible]

[5] [illegible], [illegible]

[6] [illegible], [illegible]

[7] [illegible], [illegible]

[illegible] ([illegible]) [illegible], [illegible], [illegible] [illegible] ”[8]

عن أبي موسى الأشـعري -رضي الله عنـه- قـال: قـال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «مَثَلُ المُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ القُـرْآنَ كَمَثَـلِ الأُتْرُجَّةِ، رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ، وَمَثَلُ المُؤْمِنِ الَّذِي لاَ يَقْرَأُ القُرْآنَ كَمَثَلِ التَّمْـرَةِ، لاَ رِيحَ لَهَا وَطَعْمُهَا حُلْوٌ، وَمَثَلُ المُنَافِقِ الَّذِي يَقْـرَأُ القُـرْآنَ مَثَـلُ الرَّيْحَانَةِ، رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُـرٌّ، وَمَثَـلُ المُنَـافِقِ الَّذِي لاَ يَقْـرَأُ القُـرْآنَ كَمَثَـلِ الحَنْظَلَـةِ، لَيْسَ لَهَا رِيحٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ»

[illegible] ‘[illegible] ‘[illegible], [illegible], “[illegible] ’[illegible] ([illegible]) [illegible], [illegible] ’[illegible] ’[illegible], [illegible], [illegible], [illegible]

[8] [illegible], [illegible]

[illegible]”[9]

[illegible]

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ، وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ، وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ، لَهُ أَجْرَانِ»

[illegible] ‘[illegible], “[illegible]”[10]

وعن أبي أمامة الباهلي -رضي الله عنه- قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «اقْرَءُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ»

[illegible] ‘[illegible], “[illegible]”[11]

---

[9] [illegible]

[10] [illegible]

[11] [illegible]

[illegible],

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ يَقُولُ: «أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ؟»، فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ»

[illegible] ‘[illegible], [illegible], [illegible]’ [illegible]’ [illegible] ([illegible]) [illegible], [illegible]? [illegible]’[illegible] [12]

[illegible]

عن أبي أمامة الباهلي - رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ اقْرَأْ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا، فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَؤُهَا»

[illegible]-[illegible] ‘[illegible], [illegible], “[illegible], [illegible], [illegible]

[12] [illegible], [illegible]

কেননা তোমার সর্বশেষ আসন হবে সেখানে তোমার আয়াত তিলাওয়াত শেষ হবে। ”[13]

নিঃসন্দেহে কুরআনের সংরক্ষণের এতো গুরুত্ব এর বিশেষ মর্যাদার জন্যই, কেননা এর তিলাওয়াতে রয়েছে অপরিসীম প্রতিদান।

পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে এ উম্মতের গুণাবলী হিসেবে উল্লেখ ছিল যে, আল্লাহ তা ‘আলা তাদের (এ উম্মতের) কিতাব মানুষের অন্তরে সংরক্ষিত রাখবেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা ‘আলা বলেন,

﴿ وَمَا كُنتَ تَتۡلُواْ مِن قَبۡلِهِۦ مِن كِتَٰبٖ وَلَا تَخُطُّهُۥ بِيَمِينِكَۖ إِذٗا لَّٱرۡتَابَ ٱلۡمُبۡطِلُونَ ٤٨ بَلۡ هُوَ ءَايَٰتُۢ بَيِّنَٰتٞ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡعِلۡمَۚ وَمَا يَجۡحَدُ بِ‍َٔايَٰتِنَآ إِلَّا ٱلظَّٰلِمُونَ ٤٩ ﴾ [العنكبوت: ٤٨، ٤٩]

“আর আপনি তো এর পূর্বে কোনো কিতাব তিলাওয়াত করেন নি এবং আপনার নিজের হাতে তা লিখেন নি যে, বাতিলপন্থীরা এতে সন্দেহ পোষণ করবে। বরং যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে, তাদের অন্তরে তা সুস্পষ্ট নিদর্শন। আর যালিমরা ছাড়া আমার আয়াতসমূহকে কেউ অস্বীকার করে না। ” [সূরা আল-‘আনকাবূত, আয়াত ৪৮-৪৯]

আল্লাহ তা ‘আলা এখানে ঘোষণা দিয়েছেন যে, তিনি এ কুরআন উলামাদের অন্তরে সংরক্ষিত রেখেছেন, নিম্নোক্ত হাদীসে কুদসীতে এর প্রমাণ মিলে,

«إِنَّمَا بَعَثْتُكَ لِأَبْتَلِيَكَ وَأَبْتَلِيَ بِكَ، وَأَنْزَلْتُ عَلَيْكَ كِتَابًا لَا يَغْسِلُهُ الْمَاءُ، تَقْرَؤُهُ نَائِمًا وَيَقْظَانَ...... «

[13] আবু দাউদ, হাদীস নং ১৪৬৪ ও তিরমিযী, হাদীস নং ২৯১৪।

“আর আল্লাহ তা ‘আলা বলেন, নিশ্চয় আমি আপনাকে পরীক্ষা করা ও আপনার দ্বারা সৃষ্টিকুলকে পরীক্ষা করা এ দু ’উদ্দেশ্যে আপনাকে জগতে প্রেরণ করেছি এবং আমি আপনার উপর এমন কিতাব নাযিল করেছি যা পানি ধুয়ে মুছে ফেলতে পারে না ” [14]।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে ব্যক্তি কুরআনের কিছুই মুখস্থ করেনি তাকে বিরান (ধ্বংস প্রাপ্ত) ঘরের সাথে তুলনা করেছেন।

عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رســول الله -صلى الله عليه وســلم-: «إِنَّ الَّذِي لَيْسَ فِي جَوْفِـهِ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ كَالْبَيْتِ الْخَرِبِ».

ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন , “যার অন্তরে কুরআনের কিছুই নেই তা একটা বিরান (ধ্বংস প্রাপ্ত) ঘরের মত।”[15]

আমরা ইতিপূর্বে কুরআনের ধারণকারীর সম্মান ও মর্যাদার ব্যাপারে কতিপয় হাদীস উল্লেখ করেছি।

মুসলিমের জন্য কুরআন মুখস্থ করা মুস্তাহাব , তবে ইবাদত সহীহ হওয়ার জন্য যে টুকু দরকার সে পরিমাণ মুখস্থ করা ফরয।

ইবন তাইমিয়্যাহ রহ . বলেন, “পুরা কুরআন মুখস্থ করা , সব অর্থ বুঝা , এবং সব হাদীস জানা প্রত্যেক মুসমানের জন্য ওয়াজিব নয়।

---

[14] মুসলিম , হাদীস নং ২৮৬৫।

[15] তিরমিযী , হাদীস নং ২৯১৩।

[illegible]

﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلۡحَيَوٰةَ ٱلدُّنۡيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيۡهِمۡ
أَعۡمَٰلَهُمۡ فِيهَا وَهُمۡ فِيهَا لَا يُبۡخَسُونَ ١٥ أُوْلَٰٓئِكَ
ٱلَّذِينَ لَيۡسَ لَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُۖ وَحَبِطَ مَا
صَنَعُواْ فِيهَا وَبَٰطِلٞ مَّا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ١٦ ﴾ [هود: ١٥-١٦]

[illegible]

﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرۡثَ ٱلۡأٓخِرَةِ نَزِدۡ لَهُۥ فِي
حَرۡثِهِۦۖ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرۡثَ ٱلدُّنۡيَا نُؤۡتِهِۦ مِنۡهَا
وَمَا لَهُۥ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ ٢٠ ﴾ [الشورا: ٢٠]

[illegible]

﴿ مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلۡعَاجِلَةَ عَجَّلۡنَا لَهُۥ فِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلۡنَا لَهُۥ جَهَنَّمَ يَصۡلَىٰهَا مَذۡمُومٗا مَّدۡحُورٗا ١٨ ﴾ [الاسراء: ١٨]

“[illegible]”. [illegible]

عن أبي هريرة - رضي الله عنه-: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:« إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ، فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتُشْهِدْتُ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأَنْ يُقَالَ: جَرِيءٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ، وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ، فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ، وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ: عَالِمٌ، وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ: هُوَ قَارِئٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ، وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ، فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلَّا أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ: هُوَ جَوَادٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ، ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ».

[illegible]

এবং তাকে যে সব নিয়ামত দেয়া হয়েছিল তাও তার সামনে পেশ করা হবে। সে তা চিনতে পারবে। আল্লাহ তা‘আলা তাকে জিজ্ঞেস করবেন, আমি যে সব নিয়ামত তোমাকে দিয়েছিলাম তার বিনিময়ে তুমি কি কাজ করেছ? সে বলবে, আমি তোমার পথে জিহাদ করে শহীদ হয়েছি। তিনি বলবেন: তুমি মিথ্যা বলেছ। তুমি তো এ জন্য জিহাদ করেছ যে, লোকেরা তোমাকে বীর-বাহাদুর বলবে। আর দুনিয়াতে তা বলাও হয়েছে। অতঃপর তার ব্যাপারে নির্দেশ দেয়া হবে এবং তাকে উপুড় করে টেনে নিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। অতঃপর আরেক ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হবে, সে ইলম অর্জন করেছে, তা লোকদেরকে শিক্ষা দিয়েছে এবং কুরআন পাঠ করেছে। তাকে উপস্থিত করা হবে এবং তাকে দেয়া নিয়ামতের কথা তার সামনে তুলে ধরা হবে, সে তা দেখে চিনতে পারবে। তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, তুমি তোমার নিয়ামতের কি সদ্ব্যবহার করেছো? সে বলবে, আমি ইলম অর্জন করেছি, লোকদেরকে তা শিক্ষা দিয়েছি এওং তোমার সন্তুষ্টির জন্য কুরআন পাঠ করেছি। আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা কথা বলছ। বরং তুমি এ উদ্দেশ্যে ইলম অর্জন করেছিলে যে, লোকেরা তোমাকে আলেম বা বিদ্বান বলবে, এবং কুরআন এ জন্যে পাঠ করেছিলে যে, তোমাকে ক্বারী বলা হবে। আর তা বলাও হয়েছে। অতঃপর তার সম্বন্ধে নির্দেশ দেয়া হবে এবং তাকে মুখের উপর উপুর করে টেনে নিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। অতঃপর আরেক ব্যক্তিকে আনা হবে, তাকে অজস্র ধন-

29

সম্পদ দান করা হয়েছে এবং নানা প্রকারের সম্পদ দেওয়া হয়েছে। তাকে দেওয়া সুযোগ-সুবিধাগুলো তার সামনে তুলে ধরা হবে। সে তা চিনতে পারবে। আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন, তোমার এ সম্পদ দ্বারা তুমি কি কাজ করেছ? সে বলবে, যেখানে ব্যয় করলে তুমি সন্তুষ্ট হবে এমন কোনো খাত আমি বাদ আমি বাদ দেইনি বরং সেখানেই খরচ করেছি তোমার সন্তুষ্ট লাভের উদ্দেশ্যে। মহান আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা কথা বলছ। বরং তুমি এ জন্যেই দান করেছ যে, লোকেরা তোমাকে দাতা বলবে। আর তা বলাও হয়েছে। অতঃপর নির্দেশ দেয়া হবে এবং তদনুযায়ী তাকে উপুড় করে টেনে নিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।” 16
ইবন কাইয়্যেম রহ. এ হাদীস উল্লেখ করে বলেন, শায়খুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রহ. কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আম্বিয়াকিরামগণ যেমনিভাবে সর্বশ্রেষ্ট মানব, তেমনিভাবে তাদের মতো বেশ-ভূষা ধারণকারী মিথ্যাবাদিরা হলো সর্বনিকৃষ্ট মানুষ, তারা দাবী করে তারা তাদের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু বাস্তবে তারা তাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। নবী রাসূলদের পরে সর্বোৎকৃষ্ট মানুষ হলো উলামা কিরাম, শহীদগণ, সিদ্দীকগণ ও মুখলিস বান্দাহগণ। আবার তেমনিভাবে যারা তাদের বেশ-ভূষা ধারণকারী মিথ্যাবাদিরা হলো নিকৃষ্ট মানুষ, তারা দাবী করে তারা

16 সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৯০৫।

[illegible]

﴿ وَلَقَدۡ يَسَّرۡنَا ٱلۡقُرۡءَانَ لِلـذِّكۡرِ فَهَلۡ مِن مُّدَّكِرٖ ١٧ ﴾ [القمر: ١٧]

[illegible]

عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إِنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرْآنِ كَمَثَلِ الْإِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ، إِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ». وَزَادَ فِي حَدِيثِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ: «وَإِذَا قَامَ صَاحِبُ الْقُرْآنِ فَقَرَأَهُ بِاللَّيْلِ، وَالنَّهَارِ ذَكَرَهُ، وَإِذَا لَمْ يَقُمْ بِهِ نَسِيَهُ»

[illegible]

[illegible]”

[illegible], “[illegible]”[17]

[illegible]:

«وَمَا اجْتَمَعَ قَـوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُـوتِ اللـهِ، يَتْلُـونَ كِتَـابَ اللـــهِ، وَيَتَدَارَسُـــونَهُ بَيْنَهُمْ، إِلَّا نَـــزَلَتْ عَلَيْهِم السَّـــكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَـرَهُمُ اللـهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ....»

[illegible], “[illegible]”[18]

[17] [illegible]

[18] [illegible]

[illegible]

[illegible]

عن أوس بن حذيفة قال: سَأَلْتُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ يُحَزِّبُونَ الْقُرْآنَ، قَالُوا: ثَلَاثٌ، وَخَمْسٌ، وَسَبْعٌ، وَتِسْعٌ، وَإِحْدَى عَشْرَةَ، وَثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَحِزْبُ الْمُفَصَّلِ وَحْدَهُ

[illegible][19]

[illegible]

[19] [illegible]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «اقْرَإِ الْقُرْآنَ فِي شَهْرٍ» قُلْتُ: إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً حَتَّى قَالَ: «فَاقْرَأْهُ فِي سَبْعٍ وَلاَ تَزِدْ عَلَى ذَلِكَ»

“[illegible][20]

[illegible]:

عنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَفْقَهُ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ»

[illegible] ‘[illegible] ‘[illegible], [illegible], “[illegible]” [21]

[illegible]

[20] [illegible]

[21] [illegible]

প্রথমভাগে বা দিনের প্রথম প্রহরে কুরআন খতম করা মুস্তাহাব বলেছেন। কেননা যে ব্যক্তি রাতে কুরআন খতম করে তার জন্য ফেরেশতারা সকাল পর্যন্ত দো 'আ করতে থাকেন, আর যে দিনের বেলায় খতম করে তার জন্য সন্ধ্যা পর্যন্ত দো 'আ করতে থাকেন।

এ মতটি সা 'দ ইবন আবু ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে মাওকুফ সূত্রে বর্ণিত রয়েছে। ইমাম দারাকুতনী একে হাসান বলেছেন। ”[22]

ষষ্ঠত : মুসলিমের উচিত সে যা পড়ে তা বুঝার চেষ্টা করা, যাতে সে যা পড়ে তা বুঝে নিতে পারে আর এতে তার গভীর জ্ঞান ও খুশু 'ও অর্জন হবে। কেননা তিলাওয়াতের মূল উদ্দেশ্য শুধু তিলাওয়াত করাই না, কেননা শুধু তিলাওয়াত আহলে কিতাবিদের সাথে সাদৃশ্য রাখে, যাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা 'আলা বলেছেন,

﴿ وَمِنۡهُمۡ أُمِّيُّونَ لَا يَعۡلَمُونَ ٱلۡكِتَٰبَ إِلَّآ أَمَانِيَّ وَإِنۡ هُمۡ إِلَّا يَظُنُّونَ ٧٨ ﴾ [البقرة: ٧٨]

“আর তাদের মধ্যে আছে নিরক্ষর, তারা কেবল তিলাওয়াত ছাড়া কিতাবের কোনো জ্ঞান রাখে না এবং তারা শুধুই ধারণা করে থাকে।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত ৭৮]

অর্থাৎ তারা কুরআন পড়ে, কিন্তু এতে কি রয়েছে তার কিছুই জানে না। অথচ আল্লাহ তা 'আলা গভীর চিন্তা-ভাবনা ও বুঝে শুনে কুরআন তিলাওয়াতের ব্যাপারে কুরআনের বিভিন্ন স্থানে নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তা 'আলা বলেন:

---

[22] সুনানে দারাকুতনী, হাদীস নং ৩৪৮৬।

﴿ إِنَّآ أَنزَلۡنَٰهُ قُرۡءَٰنًا عَرَبِيّٗا لَّعَلَّكُمۡ تَعۡقِلُونَ ٢ ﴾ [يوسف: ٢]

"নিশ্চয় আমরা একে আরবী কুরআনরূপে নাযিল করেছি; যাতে তোমরা বুঝতে পার"। [সূরা ইউসুফ, আয়াত ২]

তিনি আরো বলেছেন:

﴿ كِتَٰبٌ أَنزَلۡنَٰهُ إِلَيۡكَ مُبَٰرَكٞ لِّيَدَّبَّرُوٓاْ ءَايَٰتِهِۦ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُواْ ٱلۡأَلۡبَٰبِ ٢٩ ﴾ [ص: ٢٩]

"আমি আপনার প্রতি নাযিল করেছি এক বরকতময় কিতাব, যাতে তারা এর আয়াতসমূহ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে এবং যাতে বুদ্ধিমানগণ উপদেশ গ্রহণ করে।" [সূরা ছোয়াদ, আয়াত ২৯]

আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেছেন:

﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلۡقُرۡءَانَ أَمۡ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقۡفَالُهَآ ٢٤ ﴾ [محمد: ٢٤]

"তবে কি তারা কুরআন নিয়ে গভীর চিন্তা-ভাবনা করে না? নাকি তাদের অন্তরসমূহে তালা রয়েছে?" [সূরা মুহাম্মদ, আয়াত ২৪]

তিনি আরো বলেছেন:

﴿ أَفَلَمۡ يَدَّبَّرُواْ ٱلۡقَوۡلَ أَمۡ جَآءَهُم مَّا لَمۡ يَأۡتِ ءَابَآءَهُمُ ٱلۡأَوَّلِينَ ٦٨ ﴾ [المؤمنون: ٦٨]

"তারা কি এ বাণী সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে না? নাকি তাদের কাছে এমন কিছু এসেছে যা তাদের পূর্ববর্তী পিতৃপুরুষদের কাছে আসেনি?" [সূরা আল-মু'মিনুন, আয়াত ৬৮]

[কুরআনের তাফসীর বা ব্যাখ্যা]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদেরকে যেভাবে কুরআনের শব্দ বলে

দিয়েছেন সেভাবে অর্থও বর্ণনা করেছেন।
আল্লাহ তা 'আলা বলেন,

﴿ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيۡهِمۡ ٤٤ ﴾ [النحل: ٤٤]

"যাতে আপনি মানুষের জন্য স্পষ্ট করে দিতে পারেন, যা তাদের প্রতি নাযিল হয়েছে"। [সূরা আন-নাহল, আয়াত ৪৪]

এমনিভাবে তাবে 'য়ীগণ সাহাবীগণ থেকে কুরআন গ্রহণ করেছেন। মুজাহিদ (রহ.) বলেছেন, আমি ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিকট কুরআন কাছে কুরআন শিক্ষা করেছি, প্রত্যেক আয়াতে থেমেছি ও তা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি। এজন্যই ছাওরী (রহ.) বলেছেন, মুজাহিদের বর্ণনায় কোনো তাফসীর হলে সঠিক হওয়ার জন্য তা যথেষ্ট। এখানে উদ্দেশ্য হলো: আল্লাহর কালামের অর্থ বিদ্যমান ও জানা আছে, আলহামদুলিল্লাহ, অধিকাংশ তাফসীরই লিখিত ও সর্বত্রে পাওয়া যায়।

কুরআনের সবচেয়ে বড় তাফসীর বা ব্যাখ্যা হলো সেটা যা কুরআন দিয়েই করা হয়, কেননা এটা সর্বজনস্বীকৃত যে, কুরআন একটি সাদৃশ্যপূর্ণ কিতাব, যা বারবার তিলাওয়াত করা হয়। আল্লাহ তা 'আলা বলেন,

﴿ ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحۡسَنَ ٱلۡحَدِيثِ كِتَٰبًا مُّتَشَٰبِهًا مَّثَانِيَ ٢٣ ﴾ [الزمر: ٢٣]

"আল্লাহ নাযিল করেছেন উত্তম বাণী, সাদৃশ্যপূর্ণ একটি কিতাব (আল কুরআন), যা বারবার আবৃত্তি করা হয়"। [সূরা যুমার, আয়াত ২৩] এ আয়াতের উদ্দেশ্য হলো, কুরআনের এক আয়াত অন্য আয়াতের সাদৃশ, এক আয়াত অন্য

আয়াতের ব্যাখ্যা করে, একটি ঘটনা এক স্থানে উল্লেখ হলে অন্য স্থানে ব্যাখ্যা করে থাকে। তা কুরআনে স্পষ্ট (আলহামদুলিল্লাহ)। আল্লাহর তা‘আলার বাণী অধিক স্পষ্ট ও তা উদ্দিষ্ট অর্থে অধিক ইঙ্গিতবহ; কারণ আল্লাহ তা‘আলা নিজেই তা বলেছেন, আর তিনিই অধিক জ্ঞাত তাঁর কথার উদ্দিষ্ট অর্থ সম্পর্কে। সালাফে সালেহীন এ ধরনের (অর্থাৎ কুরআন দিয়ে কুরআনের) তাফসীরের উপর বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন। এর উদাহরণ অনেক, গণনা করে শেষ করা যাবে না। কুরআনের দ্বারা কুরআনের তাফসীরের পরের স্তরে আসে হাদীস দ্বারা কুরআনের তাফসীর। কেননা আল্লাহর পরে আল্লাহর কালাম সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেয়ে বেশী কেউ জানে না। তাঁর উপর কুরআন নাযিল হয়েছে, আল্লাহ তাকে মানুষের কাছে তা বর্ণনা করতে আদেশ করেছেন। এর পরে সাহাবীদের কথা, যেহেতু তারা কুরআন নাযিলের যুগে বাস করেছেন, রাসূলের থেকে সরাসরি কুরআন নিয়েছেন।
এর পরে তাবে‘য়ী ইমামগণের ব্যাখ্যা।
অতঃপর অন্যান্য তাফসীরকারকদের ব্যাখ্যা যা কুরআন, হাদীস, সাহাবীদের মতের বেশী কাছাকাছি হয়।
আর যদি এ ব্যাপারে তাদের কথা পাওয়া না যায় তবে আরবী ভাষার উপযুক্ত অর্থের অধিক কাছাকাছি অর্থ গ্রহণ করা হবে। কেননা কুরআন আরবী ভাষায় নাযিল হয়েছে।

[illegible]

[illegible]:

﴿ قُلۡ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلۡفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنۡهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلۡإِثۡمَ وَٱلۡبَغۡيَ بِغَيۡرِ ٱلۡحَقِّ وَأَن تُشۡرِكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَمۡ يُنَزِّلۡ بِهِۦ سُلۡطَٰنٗا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعۡلَمُونَ ٣٣ ﴾ [الاعراف: ٣٣]

“[illegible]” [[illegible]]

[illegible]

عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ القُرْآنَ وَعَلَّمَهُ»

[illegible] ‘[illegible], [illegible], “[illegible]”।[23]

[illegible]: [illegible], [illegible], [illegible]; [illegible] ‘[illegible], [illegible], “[illegible]; [illegible], [illegible]”।

[illegible] ‘[illegible], [illegible] ‘[illegible],

﴿ وَٱتۡلُ عَلَيۡهِمۡ نَبَأَ ٱلَّذِيٓ ءَاتَيۡنَٰهُ ءَايَٰتِنَا فَٱنسَلَخَ
مِنۡهَا فَأَتۡبَعَهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ فَكَانَ مِنَ ٱلۡغَاوِينَ ١٧٥
وَلَوۡ شِئۡنَا لَرَفَعۡنَٰهُ بِهَا وَلَٰكِنَّهُۥٓ أَخۡلَدَ إِلَى ٱلۡأَرۡضِ
وَٱتَّبَعَ هَوَىٰهُۚ فَمَثَلُهُۥ كَمَثَلِ ٱلۡكَلۡبِ إِن تَحۡمِلۡ
عَلَيۡهِ يَلۡهَثۡ أَوۡ تَتۡرُكۡهُ يَلۡهَثۚ ذَّٰلِكَ مَثَلُ
ٱلۡقَوۡمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِـَٔايَٰتِنَاۚ فَٱقۡصُصِ ٱلۡقَصَصَ
لَعَلَّهُمۡ يَتَفَكَّرُونَ ١٧٦ ﴾ [الاعراف: ١٧٥، ١٧٦]

---

[23] [illegible], [illegible]

“[illegible]” [[illegible]]

[illegible],

مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُمِّلُوا۟ ٱلتَّوْرَىٰةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ ٱلْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًۢا ۚ بِئْسَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ ۚ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٥﴾ [الجمعة: ٥]

“[illegible]

[illegible]

﴿ ٱلَّذِينَ ءَاتَيۡنَٰهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ يَتۡلُونَهُۥ حَقَّ تِلَاوَتِهِۦٓ أُوْلَٰٓئِكَ يُؤۡمِنُونَ بِهِۦۗ ١٢١ ﴾ [البقرة: ١٢١]

[illegible]

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «يَخْرُجُ فِيكُمْ قَوْمٌ تَحْقِرُونَ صَلاَتَكُمْ مَعَ صَلاَتِهِمْ، وَصِيَامَكُمْ مَعَ صِيَامِهِمْ، وَعَمَلَكُمْ مَعَ عَمَلِهِمْ، وَيَقْرَءُونَ القُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، يَنْظُرُ فِي النَّصْلِ فَلاَ يَرَى شَيْئًا، وَيَنْظُرُ فِي القِدْحِ

فَلاَ يَرَى شَيْئًا، وَيَنْظُرُ فِي الرِّيشِ فَلاَ يَرَى شَيْئًا، وَيَتَمَارَى فِي الفُوقِ»

আবু সাঈদ খুদুরী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ ভবিষ্যতে এমন সব লোকের আগমন ঘটবে, যাদের সালাতের তুলনায় তোমাদের সালাতকে, তাদের রোযার তুলনায় তোমাদের রোযাকে এবং তাদের আমলের তুলনায় তোমাদের আমলকে তুচ্ছ মনে করবে। তারা কুরআন পাঠ করবে; কিন্তু তা তাদের কন্ঠনালীর নিচে প্রবেশ করবে না (অর্থাৎ অন্তরে প্রবেশ করবে না এবং তা লোক দেখানো হবে)। এরা দ্বীন (ইসলাম) থেকে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে যেমনভাবে নিক্ষিপ্ত তীর ধনুক থেকে বেরিয়ে যায়। আর অন্য শিকারী সেই তীরের অগ্রভাগ পরীক্ষা করে দেখতে পায়, তাতে কোনো চিহ্ন নেই। সে তীরের ফলার পার্শ্বদেশদ্বয়েও নজর করে অথচ সেখানে কিছু দেখতে পায় না। অবশেষে ঐ ব্যক্তি কোনো কিছু পাওয়ার জন্য তীরের নিম্নভাগে সন্দেহ পোষণ করে"।[24]

সালফে সালেহীন সাহাবাগণের অভ্যাস ছিল, তারা কুরআন হিফযের চেয়ে যতটুকু শিক্ষা করেছে সে অনুযায়ী আমল করতে বেশী উৎসাহী ছিল। আবু আব্দুর রহমান আস-সুলামী (রহ.) বলেছেন, আমাদেরকে সে সব সাহাবারা বর্ণনা করেছেন যারা আমাদেরকে কুরআন শিখিয়েছেন, যেমন উসমান ইবন আফফান, আব্দুল্লাহ ইবন

[24] বুখারী, হাদীস নং ৫০৫৮।

মাসউদ প্রভৃতি। তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে দশটি আয়াত শিখলে যতক্ষণ না এর সব ইলম ও আমল শেষ না হতো ততক্ষণ সামনে এগুতেন না। তারা বলেছেন : এভাবে আমরা ইলম ও আমল উভয়সহকারে কুরআন শিখেছি।

ইমাম আহমদ তার মুসনাদে এ হাদীসটি এভাবে বর্ণনা করেছেন ,

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْ كَانَ يُقْرِئُنَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُمْ كَانُوا " يَقْتَرِئُونَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ آيَاتٍ "، فَلَا يَأْخُذُونَ فِي الْعَشْرِ الْأُخْرَى حَتَّى يَعْلَمُوا مَا فِي هَذِهِ مِنَ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ، قَالُوا: فَعَلِمْنَا الْعِلْمَ وَالْعَمَلَ

আবু আব্দুর রহমান (রহ.) হতে বর্ণিত , তিনি বলেন: আমাদেরকে সাহাবীদের সে সব কারীগণ বর্ণানা করেছেন যারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের থেকে কুরআন পড়েছেন। তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের থেকে দশটি আয়াত পড়ে নিতেন , যতক্ষণ সে সব আয়াতের উপর আমল না হতো ততক্ষণ অন্য দশ আয়াত নিতেন না। তারা বলতেন , এভাবে আমরা ইলম ও আমল শিখেছি। [25]

এজন্যই তারা একটি সূরা হিফয করতে দীর্ঘ দিন অতিবাহিত করতেন। আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন , কোনো ব্যক্তি সূরা বাকারা ও আলে-ইমরান পড়লে তা আমাদের কাছে অনেক বড় মনে হতো।

---

[25] মুসনাদে আহমাদ , হাদীস নং ২৩৪৮২

মুয়াত্তায়ে মালেকে এসেছে, ইমাম মালেকের কাছে সংবাদ পৌঁছেছে যে, আব্দুল্লাহ ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু সূরা বাকারা আট বছর ধরে শিক্ষা করেছেন।[26]

এভাবেই আমরা দেখি যে, সাহাবীদের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহর কিতাব অর্থসহকারে চিন্তাভাবনা ও আমলের মাধ্যমে শিক্ষা করা, শুধু শব্দ হিফয করা তাদের লক্ষ্য ছিল না।

অষ্টমত: মুসলিমের কুরআন পরিত্যাগ করা উচিত নয়। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَٰرَبِّ إِنَّ قَوۡمِي ٱتَّخَذُواْ هَٰذَا ٱلۡقُرۡءَانَ مَهۡجُورٗا ٣٠﴾ [الفرقان: ٢٩]

“আর রাসূল বলবে, ‘হে আমার রব, নিশ্চয় আমার কওম এ কুরআনকে পরিত্যাজ্য গণ্য করেছে।” [সূরা আল-ফুরকান, আয়াত ২৯]

ইবন কাইয়্যেম (রহ.) কুরআন পরিত্যাগ করার কয়েকটি প্রকার উল্লেখ করেছেন, তাহলো:

প্রথম: কুরআন শ্রবণ থেকে বিরত থাকা, এর উপর ঈমান না আনা ও এতে মনোযোগ না দেয়া।

দ্বিতীয়: এর আমল ত্যাগ করা, এর হালাল-হারাম অনুযায়ী আমল না করা, যদিও তা পড়া ও ঈমান আনা হয়।

তৃতীয়: দ্বীনের মূল ও শাখা প্রশাখায় এর বিধান বর্জন করা, অনুরূপ এ বিশ্বাস করা যে, তা দ্বারা ইলমে ইয়াকীন তথা দৃঢ় জ্ঞান অর্জিত হয় না, এর দলীল শব্দগত; যা দ্বারা দৃঢ় জ্ঞান লাভ হয় না, এরূপ মনে করা।

---

[26] মুয়াত্তা মালেক, হাদীস নং ২৩৮।

চতুর্থ : এর গভীর চিন্তা -ভাবনা , অনুধাবন ও আল্লাহর উদ্দিষ্ট অর্থ জানার প্রচেষ্টা থেকে বিরত থাকা।

পঞ্চম : অন্তরের সব রোগ -ব্যাধি ও এর নিরাময় হিসেবে কুরআনকে গ্রহণ না করা। ফলে কুরআন ছাড়া অন্যত্রে এ সব রোগের নিরাময় খোঁজা , এর দ্বারা নিরাময় না খোঁজা। এ সব কিছুই আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণীর অন্তর্ভুক্ত :

﴿ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَٰرَبِّ إِنَّ قَوۡمِي ٱتَّخَذُواْ هَٰذَا ٱلۡقُرۡءَانَ مَهۡجُورٗا ٣٠ ﴾ [الفرقان: ٢٩]

“আর রাসূল বলবে , ‘হে আমার রব , নিশ্চয় আমার কওম এ কুরআনকে পরিত্যাজ্য গণ্য করেছে। ” [সূরা আল-ফুরকান , আয়াত ২৯]

যদিও উপরোক্ত পরিত্যাগের প্রকারসমূহের মধ্যে কোনো কোনোটি অপরটির চেয়ে মারাত্মক।

[কুরআন তেলাওয়াতের আদাব]

কুরআন তিলাওয়াতকারীর জন্য কতিপয় নিয়ম কানুন তথা শিষ্টাচার রয়েছে , যা তিলাওয়াতের সময় বাস্তবায়ন করা উচিত। সেগুলো হলো :

প্রথমত : আল্লাহর কালামের সম্মানে এর তিলাওয়াত সময় সর্বোত্তম অবস্থায় থাকা উচিত, পাক-পবিত্র , পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে তিলাওয়াত করা। পবিত্র অবস্থায় তিলাওয়াত করা মুস্তাহাব। অপবিত্রাবস্থায় (যার গোসল ফরয নয়) তিলাওয়াত করতে অসুবিধে নেই। কেননা একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে মুখমণ্ডল ধৌত করলেন

[illegible]

كَانَ فِي قَـوْمٍ وَهُمْ يَقْـرَءُونَ الْقُـرْآنَ فَـذَهَبَ لِحَاجَتِـهِ، ثُمَّ رَجَعَ وَهُوَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ. فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَمِيرَ الْمُـؤْمِنِينَ، أَتَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَلَسْتَ عَلَى وُضُوءٍ؟ فَقَـالَ لَـهُ عُمَـرُ: «مَنْ أَفْتَاكَ بِهَذَا أَمُسَيْلِمَةُ»

[illegible]?! [27]

[illegible]

[27] [illegible]

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَا يَحْجُبُهُ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ جُنُبًا»

﴿ لَّا يَمَسُّهُۥٓ إِلَّا ٱلۡمُطَهَّرُونَ ٧٩ ﴾ [الواقعة: ٧٩]

أَنْ لاَ يَمَسَّ الْقُرَآنَ إِلاَّ طَاهِرٌ.
"পবিত্র অবস্থা ছাড়া কুরআন স্পর্শ করবে না"। ইবন আব্দুল বার রহ. বলেন, 'আমর ইবন হাযাম এর কিতাব উলামায়ে কিরামগণ গ্রহণ করেছেন ও সে অনুযায়ী আমল করেন। তা তাদের নিকট প্রসিদ্ধ ও সুস্পষ্ট যা এক সনদে মুত্তাসিল। অতঃপর তিনি বলেছেন, "ফকীহগণ একমত যে, পবিত্রগণ ছাড়া কেউ কুরআন স্পর্শ করবে না"।[28]

দ্বিতীয়: কুরআন তিলাওয়াতের শুরুতে আউযু বিল্লাহ পড়া মুস্তাহাব। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿ فَإِذَا قَرَأۡتَ ٱلۡقُرۡءَانَ فَٱسۡتَعِذۡ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيۡطَٰنِ ٱلرَّجِيمِ ٩٨ ﴾ [النحل: ٩٨]

"সুতরাং যখন তুমি কুরআন পড়বে তখন আল্লাহর কাছে বিতাড়িত শয়তান হতে পানাহ চাও"। [সূরা নাহল, আয়াত ৯৮]

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم পড়া, কেউ কেউ আবার أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم পড়েন। উভয়টিই সহীহ।

তৃতীয়ত: তিলাওয়াতকারীকে প্রত্যেক সূরার শুরুতে বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম পড়া, সূরায়ে তাওবা ছাড়া। কেননা বিসমিল্লাহ কুরআনের আয়াত, যা দু'সূরার মাঝে পার্থক্য করতে এসেছে। সাহাবীগণ থেকে সূরা তাওবা ব্যতীত অন্যান্য সূরার শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়া সাব্যস্ত আছে।

---

[28] আল-ইস্তিযকার (৮/১০)।

[illegible]

﴿ وَقُرۡءَانٗا فَرَقۡنَٰهُ لِتَقۡرَأَهُۥ عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَىٰ مُكۡثٖ وَنَزَّلۡنَٰهُ تَنزِيلٗا ١٠٦ ﴾ [الاسراء: ١٠٦]

“[illegible]” [illegible]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ} [القيامة: 16] قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ جِبْرِيلُ بِالْوَحْيِ كَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَهُ وَشَفَتَيْهِ فَيَشْتَدُّ عَلَيْهِ، فَكَانَ ذَلِكَ يُعْرَفُ مِنْهُ»، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: {لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ} [القيامة: 16]ـ أَخْذَهُ {إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ} [القيامة: 17] وَقُرْآنَهُ إِنَّ عَلَيْنَا أَنْ نَجْمَعَهُ فِي صَدْرِكَ وَقُرْآنَهُ فَتَقْرَؤُهُ {فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ} [القيامة: 18]ـ قَالَ: أَنْزَلْنَاهُ فَاسْتَمِعْ لَهُ {إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ} [القيامة: 19]ـ أَنْ نُبَيِّنَهُ بِلِسَانِكَ فَكَانَ إِذَا أَتَاهُ جِبْرِيلُ أَطْرَقَ فَإِذَا ذَهَبَ قَرَأَهُ كَمَا وَعَدَهُ اللهُ

[illegible]

لَا تُحَرِّكۡ بِهِۦ لِسَانَكَ لِتَعۡجَلَ بِهِۦٓ ١٦ ﴾ [القيامة: ١٦] ﴿

“[illegible]” [illegible]

[illegible] [29]

[illegible],

قَالَ رَجُلٌ: قَـرَأْتُ المُفَصَّـلَ البَارِحَـةَ، فَقَـالَ: «هَـذًّا كَهَـذِّ الشِّعْرِ إِنَّا قَدْ سَمِعْنَا القِرَاءَةَ، وَإِنِّي لَأَحْفَـظُ القُرَنَـاءَ الَّتِي كَانَ يَقْرَأُ بِهِنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثَمَانِيَ عَشْرَةَ سُورَةً مِنَ المُفَصَّلِ، وَسُورَتَيْنِ مِنْ آلِ حم»

“[illegible]

---

[29] [illegible]

[illegible] ‘[illegible], [illegible]; [illegible] -[illegible] [illegible]’[illegible]”[illegible][30]

[illegible], [illegible] ‘[illegible] [31]
[illegible] ‘[illegible] ([illegible]) [illegible]’[illegible],

«لَكِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ النَّظَائِرَ السُّورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ، الرَّحْمَنَ وَالنَّجْمَ فِي رَكْعَةٍ، وَاقْتَرَبَتْ وَالْحَاقَّةَ فِي رَكْعَةٍ، وَالطُّورَ وَالذَّارِيَاتِ فِي رَكْعَةٍ، وَإِذَا وَقَعَتْ، وَنُونَ فِي رَكْعَةٍ، وَسَأَلَ سَائِلٌ وَالنَّازِعَاتِ فِي رَكْعَةٍ، وَوَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ وَعَبَسَ فِي رَكْعَةٍ، وَالْمُدَّثِّرَ وَالْمُزَّمِّلَ فِي رَكْعَةٍ، وَهَلْ أَتَى وَلَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي رَكْعَةٍ، وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ وَالْمُرْسَلَاتِ فِي رَكْعَةٍ، وَالدُّخَانَ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ فِي رَكْعَةٍ»

“[illegible] ([illegible]) [illegible]’[illegible] -[illegible] -[illegible], [illegible] -[illegible] -[illegible], [illegible] -[illegible], [illegible], [illegible] ‘[illegible], [illegible]

[30] [illegible], [illegible]

[31] [illegible], [illegible]

[illegible], [illegible], [illegible]’ [illegible], [illegible]”[32]

[illegible] ([illegible]) [illegible],

عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سُئِلَ أَنَسٌ كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: «كَانَتْ مَدًّا»، ثُمَّ قَرَأَ: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [الفاتحة: 1] يَمُدُّ بِبِسْمِ اللَّهِ، وَيَمُدُّ بِالرَّحْمَنِ، وَيَمُدُّ بِالرَّحِيمِ

“[illegible]: [illegible] ([illegible]) [illegible]: بسم الله الرحمن الرحيم , [illegible] بسم الله [illegible] , الرحمن [illegible] الرحيم [illegible][33]

[illegible]: [illegible]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَمْ يَأْذَنِ اللَّهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِلنَّبِيِّ أَنْ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ»

[illegible] ‘[illegible], [illegible], [illegible], [illegible]

---

[32] [illegible], [illegible]

[33] [illegible], [illegible]

[illegible][34]

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَـلَّى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ»

[illegible][35]

[illegible]:

«يَا أَبَا مُوسَى لَقَدْ أُوتِيتَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ»

“[illegible] ([illegible]) [illegible]”[36]

[illegible]:

وَيَخِرُّونَ لِلۡأَذۡقَانِ يَبۡكُونَ وَيَزِيدُهُمۡ خُشُوعٗا۩ ١٠٩ [الاسراء: ١٠٩]

‘[illegible]” [[illegible]]

[illegible]:

إِذَا تُتۡلَىٰ عَلَيۡهِمۡ ءَايَٰتُ ٱلرَّحۡمَٰنِ خَرُّواْۤ سُجَّدٗاۤ۩ وَبُكِيّٗا ٥٨ [مريم: ٥٨]

---

[34] [illegible]

[35] [illegible]

[36] [illegible]

“[illegible]”। [[illegible], [illegible]]

[illegible]:

عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ - قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اقْرَأْ عَلَيَّ» قُلْتُ: آقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ؟ قَالَ: «فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي» فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ سُورَةَ النِّسَاءِ، حَتَّى بَلَغْتُ: {فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلاَءِ شَهِيدًا} [النساء: 41]ـ قَالَ: «أَمْسِكْ» فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ

‘[illegible] ‘[illegible], [illegible]: [illegible]? [illegible], [illegible] ‘[illegible]’ [illegible], [illegible],

فَكَيۡفَ إِذَا جِئۡنَا مِن كُلِّ أُمَّةِۭ بِشَهِيدٖ وَجِئۡنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰٓؤُلَآءِ شَهِيدٗا ٤١ [النساء: ٤١]

“[illegible]?” [[illegible], [illegible]] [illegible], [illegible], [illegible], [illegible][37]

---

[37] [illegible], [illegible]

عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلي وَفِي صَدْرِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ الْمِرْجَلِ مِنَ الْبُكَاءِ»

[illegible] "[illegible]"।[38]

[illegible]:

قَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّهُ رَجُلٌ رَقِيقٌ، إِذَا قَامَ مَقَامَكَ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ

[illegible] [39] [illegible]

[illegible]

[38] [illegible]

[39] [illegible]

[illegible] (..) [illegible]: [illegible] [40]

[illegible]:

﴿ ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحۡسَنَ ٱلۡحَدِيثِ كِتَٰبٗا مُّتَشَٰبِهٗا مَّثَانِيَ تَقۡشَعِرُّ مِنۡهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخۡشَوۡنَ رَبَّهُمۡ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمۡ وَقُلُوبُهُمۡ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِۚ ٢٣ ﴾ [الزمر: ٢٣]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[40] [illegible]

[illegible]

عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ ذَاتَ لَيْلَـةٍ، فَـافْتَتَحَ الْبَقَـرَةَ، فَقُلْتُ: يَرْكَـعُ عِنْـدَ الْمِائَةِ، ثُمَّ مَضَى، فَقُلْتُ: يُصَلِّي بِهَا فِي رَكْعَةٍ، فَمَضَى، فَقُلْتُ: يَرْكَعُ بِهَــا، ثُمَّ افْتَتَحَ النِّسَــاءَ، فَقَرَأَهَــا، ثُمَّ افْتَتَحَ آلَ عِمْــرَانَ، فَقَرَأَهَا، يَقْرَأُ مُتَرَسِّلًا، إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسْـبِيحٌ سَـبَّحَ، وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ، وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ»

[illegible][41]

---

[41] [illegible]

[illegible]

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: « بِئْسَ مَا لِأَحَدِهِمْ يَقُولُ: نَسِيتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ، بَلْ هُوَ نُسِّيَ »

[illegible][42]

[illegible]

عن عَبْدِ اللَّهِ بْنَ مُغَفَّلٍ، قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ أَوْ جَمَلِهِ، وَهِيَ تَسِيرُ بِهِ، وَهُوَ يَقْرَأُ سُورَةَ الفَتْحِ - أَوْ مِنْ سُورَةِ الفَتْحِ - قِرَاءَةً لَيِّنَةً يَقْرَأُ وَهُوَ يُرَجِّعُ»

[illegible][43]

[42] [illegible]

[43] [illegible]

বুখারী ও মুসলিমে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা থেকে বর্ণিত ,

عن عائشة - رضي الله عنها- قالت: «كَانَ يَتَّكِئُ فِي حَجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ يَقْرَأُ القُرْآنَ»

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার হায়েয অবস্থায় আমার কোলে হেলান দিয়ে কুরআন তিলাওয়াত করছিলেন।[44]

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা থেকে বর্ণিত তিনি খাটে শুয়ে শুয়ে এক হিজব পড়তেন।

আবু মূসা আশ 'আরী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন : আমি নামাযে ও বিছানায় উভয় অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত করি।

দশমত: মুসলিমের উচিত যতক্ষণ মন চায় ততক্ষণ কুরআন তিলাওয়াত করা , মনের বিরুদ্ধে জোর করে তিলাওয়াত করা থেকে বিরত থাকা উচিত।

বুখারীতে এসেছে :

عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: «اقْرَءُوا القُرْآنَ مَا ائْتَلَفَتْ قُلُوبُكُمْ، فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَقُومُوا عَنْهُ»

জুনদুব ইবন আব্দুল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন, তোমরা যতক্ষণ মন চায় তিলাওয়াত কর এবং মন যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ে তখন ছেড়ে দাও।[45] এটা এজন্য যে , যাতে মনের সাথে মতানৈক্য ও বিচ্ছেদ না হয়।

---

[44] বুখারী , হাদীস নং ২৯৭।

[45] বুখারী , হাদীস নং ৫০৬০।

[illegible]

أنعُمَرَ بْن الخَطَّاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَرَأَ يَوْمَ الجُمُعَةِ عَلَى
المِنْبَرِ بِسُورَةِ النَّحْلِ حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ نَـزَلَ، فَسَـجَدَ
وَسَـجَدَ النَّاسُ حَتَّى إِذَا كَـانَتِ الجُمُعَـةُ القَابِلَـةُ قَـرَأَ بِهَـا،
حَتَّى إِذَا جَـاءَ السَّـجْدَةَ، قَـالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا نَمُـرُّ
بِالسُّجُودِ، فَمَنْ سَـجَدَ، فَقَـدْ أَصَـابَ وَمَنْ لَمْ يَسْـجُدْ، فَلاَ
إِثْمَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَسْجُدْ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ»

[illegible] [46]

[illegible]

[illegible]

---

[46] [illegible]

হবে। অনুরূপ তার জন্য উচিত হচ্ছে, হীন উপার্জন থেকে নিজেকে বিরত থাকা। আজেবাজে কথাবার্তা থেকে বেঁচে থাকা ও সর্বদা আল্লাহর বিনয়ী বান্দা হওয়া। এককথায়, তার চরিত্র হওয়া উচিত আল-কুরআন, যেমনটি ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্র, যা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত হয়েছে।
আল্লাহর কিতাব ধারণকারীকে আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত গুনাবলী থাকা উচিত। তিনি বলেছেন: কুরআনের হাফেযকে রাত্রি জাগরণ করা উচিত যখন লোকজন ঘুমায়, দিনে রোযা থাকা উচিত যখন লোকজন পানাহার করে, মানুষ যখন আনন্দ করে তখন তার চিন্তা-ভাবনা করা উচিত, মানুষ হাসলে তার কাঁদা উচিত, তারা যখন ঝগড়া বিবাদ করে তখন তাদের চুপ থাকা উচিত, তারা যখন অহংকার করে তাদেরকে বিনয়ী হওয়া উচিত।
কুরআনের হাফেযের জন্য উচিত হচ্ছে, অন্তর, জিহ্বা ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সব কিছু দিয়েই সর্বদা তিলাওয়াত করা। সে দলিল ভিত্তিক সত্যকেই বিশ্বাস করবে, সৎ ও কল্যাণকর ছাড়া কিছু উচ্চরণ করবে না। ভাল কাজ করবে। ঈমান, কথা, কাজ ইত্যাদি থেকে বাতিলকে প্রতিহত করবে। মানুষের থেকে কষ্টকর জিনিস দূর করবে।
অতঃপর প্রত্যেক মুসলিমকে জানা উচিত কুরআন পাঠ কখনও ফরয যেমন: নামাযে তিলাওয়াত, কেননা ইজমার দ্বারা এটা সাব্যস্ত।

সম্মানিত আলেমগণ নামাযে সূরা ফাতিহা তিলাওয়াতের ব্যাপারে মতানৈক্য করেছেন। শুধু সূরা ফাতিহা পড়লেই কি নামায যথেষ্ট হবে? নাকি এর সাথে অন্য সূরা পড়তে হবে? প্রথম মতটি সহীহ। অর্থাৎ শুধু সূরা ফাতিহা পড়লেই নামায আদায় যথেষ্ট হবে।
আবার কখনও কুরআন পড়া মুস্তাহাব, আর তা হলো নামাযে ফরয কেরাত পড়ার পরে অতিরিক্ত পড়া। এমনিভাবে অন্যান্য সময় তিলাওয়াত করাও মুস্তাহাব।
আবার কখনও কুরআন তিলাওয়াত করা মাকরূহ, যেমন এমন উচ্চস্বরে তিলাওয়াত করা যা পাশের কাউকে, নামাযীকে বা ঘুমন্ত ব্যক্তিকে বিরক্ত করে।
আবার কখনও কুরআন পড়া হারামও হয়ে থাকে, যেমন কেউ লোক দেখানো বা বিদ‘আতের স্থানে বসে তিলাওয়াত করল। কেননা এতে বাতিলকে সাহায্য করা হয়। সম্মানিত আলেমগণের কেউ কেউ অতি টেনে পড়া যা শব্দের উচ্চারণ বিঘ্ন হয় ও লাহান পড়াকে হারাম বলেছেন। এটা আল্লাহর কিতাবের সম্মান রক্ষা ও অযাচিত সব কিছু থেকে মুক্ত রাখার জন্য।
এছাড়াও মৃত্যু ব্যক্তির জন্য সমবেত হয়ে কুরআন পড়ে বিলাপ করে শোক পালন করা বিদ‘আত। এমনিভাবে মৃত্যু ব্যক্তির রূহের মাগফিরাতে কুরআন পড়ে মজুরি নেয়া ইত্যাদি কাজ যা বর্তমানে মানুষ করছে করা বিদ‘আত। তা মানুষের স্বল্প ইলম, অজ্ঞতা বিস্তার, অন্যায় কাজ থেকে বিরত না থাকা ও মানুষকে

দ্বীনের সঠিক জ্ঞান না জানানোর কারণে হয়ে থাকে। আমরা সকলেই আল্লাহর জন্য, আর তাঁর সমীপেই প্রত্যাবর্তন করব।
এখানে আরো একটি বিষয় সব সাধারণ ও নেতা- নেত্রী মুসলিমকে সতর্ক করা দরকার যে, আল্লাহ কুরআন নাযিল করেছেন আমল ও এর দ্বারা বিচারকার্য পরিচালনা করার জন্য। এটা আমাদের শরীয়তের মূল বিধান, হুকুম ও আমলের ক্ষেত্রে এটাই আমাদের উৎস।
আল্লাহ আমাকে যতটুকু লিখার তাওফিক দিয়েছেন ততটুকু এখানে লিখেছি। তাছাড়া আল্লাহর কালামের মর্যাদা মহান, কোনো শব্দে তা বর্ণনা করা সম্ভব নয়, হক্ব আদায় করা সম্ভবপর নয়। এখানে আমি শুধু কিছু সতর্কতা ও উপদেশ আলোচনা করেছি যা আমার ও অন্যান্য মুসলিম ভাইদের উপকারে আসে। সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ তা‘আলার দয়া ও অনুগ্রহ কামনা করছি তিনি যেন আমাদেরকে তাঁর দ্বীন বুঝার তাওফিক দান করেন, কুরআনের তাফসীর শিক্ষা দেন, সম্মানিত আল-কুরআনকে আমাদের অন্তরের বসন্ত, হৃদয়ের আলো ও দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনা দূরকারী বানিয়ে দেন।
হে আল্লাহ, আমরা যা ভুলে যাই তা স্মরণ করিয়ে দিন, যা জানি না তা শিখিয়ে দিন, কুরআনের তিলাওয়াত দিবানিশি করার তাওফিক দান করুন, যেভাবে আপনি আমাদের উপর খুশী হোন। আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন

যারা কুরআন অনুযায়ী আমল করে, এর মুতাশাবিহ আয়াতগুলোর উপর ঈমান আনে।
হে আল্লাহ, আপনি কুরআনকে আমাদের জন্য দলিলস্বরূপ করুন, আমাদের বিরুদ্ধে নয়, তা আমাদের জন্য সাক্ষ্য ও দলিল করুন, চিরস্থায়ী জান্নাতের দিকে চালক বানান। হে আল্লাহ আপনি এর দ্বারা আমাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করুন, আমাদের গুনাহ খাতা ও ভুল ত্রুটি ক্ষমা করুন এবং আপনার দরবারে একে আমাদের জন্য সুপারিশকারী বানান।
আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর পরিবারবর্গ, সাহাবায়ে কিরাম এবং কিয়ামত পর্যন্ত যারা তাঁর যথাযথ অনুসরণ করবে তাদের সকলের উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে সালাত ও সালাম বর্ষিত হউক।